দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ঢাকা ভার্সিটি দখলে জামাতীরা তৎপর

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দখল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দখলের প্রচেষ্টার পর স্বাধীনতাবিরোধী জামাত-শিবির চক্র এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে।

এ লক্ষ্যে জামাত-শিবিরচক্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দখল প্রচেষ্টার আগে যে কৌশল অবলম্বন করেছিল সে ধরনের কৌশল নিয়ে এগুচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হল দখলের আগে ছাত্র শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের কয়েকটি গ্রামে তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। একইভাবে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের কয়েকটি এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করার কাজ সফলভাবে করে যাচ্ছে। একটি ঘাঁটি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে বকশীবাজার এলাকায় অবস্থিত আলীয়া মাদ্রাসা। অন্য শক্তিশালী ঘাঁটি হচ্ছে জিয়া হলের পেছনে কাঁটাবনের মোড় সংলগ্ন বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখলের জন্য এই ঘাঁটিটি এর অবস্থানগত কারণে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তারা মনে করছে।

এ ব্যাপারে মসজিদ মিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, বাংলাদেশের দু'লাখ মসজিদকে মসজিদে নববীর আদর্শে গড়ে তুলতে চায় মসজিদ মিশন। মসজিদ কেন্দ্রীয় সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই মসজিদ মিশনের উদ্দেশ্য বলে মিশনের কর্মকর্তারা জানান। মিশনের এই বিশাল পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রয়েছে দুটো ভবন। একটি মসজিদ মিশনের প্রশাসনিক ভবন। অন্যটি মসজিদ। আটতলা ভিত্তিবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের তিনতলার নির্মাণকাজ এবং চারতলা ভিত্তিবিশিষ্ট মসজিদের দুইতলার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। মসজিদের প্রথম তলায় মিশনের অফিস এবং দুটো পুস্তক ও অডিও, ভিডিও ক্যাসেট বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

যদিও মসজিদ মিশন তাদের পরিচালিত কর্মকান্ডকে ধর্মীয় বলে প্রচার করে কিন্তু সরজমিনে অনুসন্ধান করে জানা গেল এখান থেকে জামাত শিবিরের ধর্মগুরু মওদুদীর, তত্ত্ব প্রচার করা হয়। প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে জামাতপন্থী নেতারা বক্তৃতা করেন। প্রায়ই মসজিদ মিশন কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইমামরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

মসজিদ ভবনের একতলায় অবস্থিত দুটো পুস্তক, অডিও ও ভিডিও বিক্রয় কেন্দ্রে (ইসলাম প্রচার সমিতি ও মিশন বুক কর্নার) গিয়ে দেখা গেল, এখানে মওদুদী গোলাম আযম, আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামীসহ জামাত নেতাদের লেখা বইয়ের সংখ্যা বেশি। এছাড়া রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বিকৃত তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন পুস্তক। এ ধরনের একটি পুস্তক হচ্ছে খন্দকার আবুল খায়ের লিখিত '৭১-এর গণহত্যার আসল নায়ক 'গোলাম আযম না শেখ মুজিব।' পুস্তকটিতে বিভিন্ন বিকৃত তথ্য, বানোয়াট কাহিনীর সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে '৭১-এর গণহত্যার আসল নায়ক ছিলেন খোদ শেখ মুজিব। এ ধরনের অন্য আরেকটি বই হচ্ছে আলীমুল আল হোসেন মিতুল লিখিত "রক্তাক্ত '৭১—ঘাতক কে?" এই পুস্তকটিতে জামাত কেন মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি তার ব্যাখ্যা দেবার পর বলা হয়েছে শেখ মুজিব এবং তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের পরিকল্পনা অনুসারে ২৫শে মার্চের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া বিক্রয় কেন্দ্র দুটোতে সাঈদীর বিভিন্ন ক্যাসেট ও জামাত-শিবিরের বক্তব্য সম্বলিত ক্যাসেট বিক্রয় করা হয়।

বাইরের আলখেল্লায় ইসলামী ভাব থাকলেও মসজিদ মিশন যে জামাতীদের তত্ত্ব প্রচার এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার কাজে নিয়োজিত সংগঠনের কর্মকর্তাদের জামাত সংশ্লিষ্টতা তার প্রমাণ। মসজিদ মিশনের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক হেলালউদ্দিন জামাতপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। মিশনের সাধারণ সম্পাদক মওলানা আবুল কালাম আজাদ এবং খতিব কামালউদ্দিন জাফরী উভয়েই জামাতের রোকন (জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ ক্যাডার) বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, আলীয়া মাদ্রাসা ও মসজিদ মিশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়াও মুহসীন হলের পেছনের এলাকায় ছাত্র শিবির পরিচালিত কয়েকটি মেস আছে বলে জানা গেছে।